বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

বহিঃখাতঃ সাম্প্রতিক প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

আগস্ট, ২০১৭

রেমিট্যান্স প্রবাহ (মিলিয়ন ডলারে)

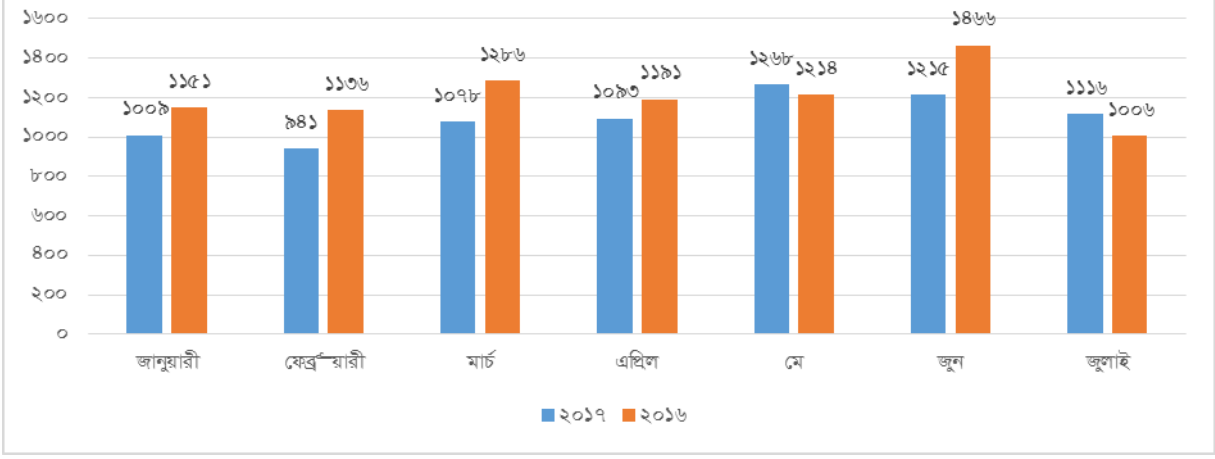

লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতি (মিলিয়ন ডলারে)

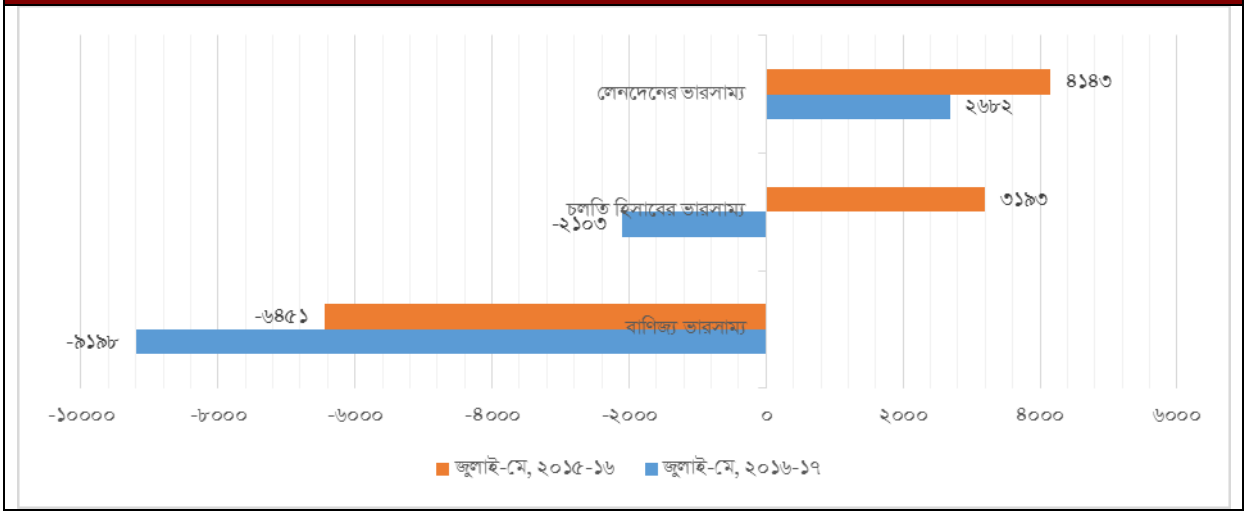

উৎসঃ উন্নয়ন অন্বেষণ,' *বহিঃখাতঃ সাম্প্রতিক প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ*', আগস্ট, ২০১৭

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ'এর মাসিক প্রকাশনা 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' ২০১৭ এর আগস্ট সংখ্যায় সাম্প্রতিক সময়ে চলতি হিসাবে ব্যপক ঘাটতির পাশাপাশি ক্রমহ্রাসমান প্রবাসী আয় ও বৈদেশিক সাহায্য বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।

কাঠামোগত ত্রুটিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রচলিত বাণিজ্য ও শিল্পনীতির আশু পুনঃ নিরীক্ষণের তাগিদ দিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন কৌশল গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যা উৎপাদনযোগ্য সম্পদ ও উদ্যোক্তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উৎপাদন সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে।

সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহে আশংকাজনক অবনতির কথা উলেণ্ঢখ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৪.৪৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১২৭৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। অন্যদিকে, মাসিক ভিত্তিতে রেমিট্যান্স প্রবাহ মে ২০১৭ এর তুলনায় জুন ২০১৭-এ ৪.১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১২১৪.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয় যা ৮.১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে পরবর্তী মাস অর্থাৎ জুলাই ২০১৭-এ ১১১৫.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়।

রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাসের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি বিশেষ করে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' সতর্ক করে। রেমিট্যান্স নির্ভর গ্রামীণ পরিবারগুলোর আয়ের একটি বড় অংশ ভোগ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়। ফলে ক্রমহ্রাসমান রেমিট্যান্স প্রবাহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আর্থিক ঝুঁকি সৃষ্টির মাধ্যমে মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ড় করতে পারে। টাকা স্থানান্ড়রের অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও কূটনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির উপর গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ গুর"ত্ব আরোপ করে।

রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮.০৮ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পায়। যেখানে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ৯.৭৭ শতাংশ ছিল, তা ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে ১.৬৯ শতাংশে হ্রাস পায়। ফলে গত অর্থবছরে রপ্তানি আয় লক্ষমাত্রা ৩৭০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২১৬৫ মিলিয়ন কম অর্জিত হয়। ক্রমবর্ধমান তৈরি পোশাক রপ্তানি নির্ভরতার পাশাপাশি রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের ও রপ্তানি পণ্যে বিচিত্রতার অভাব বহিঃখাতের সার্বিক কর্মদক্ষতাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে শিল্পকাঁচামাল আমদানির জন্য নতুন প্রত্যয়পত্র (লেটার অফ ক্রেডিট) বা এলসি খোলার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-মে এর তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময়ে শিল্পকাঁচামাল আমদানির জন্য নতুন এলসি খোলার হার ৬.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা শিল্পখাতে কর্মোদ্যমকে নির্দেশ করে। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবসায়িক পরিবেশের ফলে সৃষ্ট উদ্যোক্তা উন্নয়নে বাধা ও অর্থনীতিতে উৎপাদন সক্ষমতার ঘাটতি এই কর্মোদ্যমকে ব্যহত করতে পারে, যা বেকারত্ব ও বেসরকারি বিনিয়গে চলমান স্থবিরতাকে দীর্ঘায়িত করতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' সতর্ক করে।

সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস, মোট আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক ও সেবাখাত থেকে আয়ের হ্রাসমান প্রবণতার ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তৃতীয় মাস থেকে চলতি হিসাবে ধারাবাহিকভাবে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ের ৩১৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময় চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ২১০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও লেনদেনের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ের ৪১৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময়ে ২৬৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়।

বৈদেশিক সাহায্যের মোট ও নীট পরিমান ২০১৬-১৭ অর্থবছরে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে মোট বৈদেশিক সাহায্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়র তুলনায় ৭.১১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৭২৮.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। অন্যদিকে, নীট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমান এর আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে ১১.১৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৮৯৬.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়।